নতুন ধারার দৈনিক
আমাদেরসময়

কর্ণফুলীর পারেই বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ | ১০ মে ২০১৮, ০০:০০

চট্টগ্রাম ব্যুরো

দেশের একমাত্র বিশেষায়িত মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হচ্ছে কর্ণফুলী নদীর পারে। সুনীল অর্থনীতিকে (ব্লু ইকোনমি) কাজে লাগাতে আর দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে কর্ণফুলীপারের হামিদচর এলাকায় চলতি মাসেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে। গতকাল বুধবার কালুরঘাট শিল্প এলাকায় একটি ইয়ার্ডে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ঢাকার মিরপুরে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে মাস্টার ইন পোর্ট অ্যান্ড শিপিং ম্যানেজমেন্ট ও এলএলএমইন মেরিটাইম ল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া চলছে। কর্ণফুলী নদীপারের হামিদচর এলাকায় ১০৬ দশমিক ৬৬ একর জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে উঠবে। এখানে সাতটি অনুষদের আওতায় ৩৮টি বিভাগ থাকবে ও চারটি ইনস্টিটিউট থাকবে। আধুনিক একটি মেরিন অ্যাকুরিয়াম ও ওশানোগ্রাফি রিচার্স জাহাজ থাকবে। এখানকার সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে আন্তর্জাতিক মানের।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, পৃথিবীর যে কয়টি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার একটি হবে বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি চালু হলে এই এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। আমাদের মানবসম্পদ উন্নত হবে। দেশের ভবিষ্যৎ সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যা□পাস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যাবতীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা স্থানীয় সংসদ সদস্য (চট্টগ্রাম-৮) মঈন উদ্দীন খান বাদল বলেন, পৃথিবীতে মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র ১২টি। পাকিস্তানে মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় নেই; ভারতে আছে। আমরা সেটি করতে যাচ্ছি। তা-ও আবার চট্টগ্রামে। এটি আমাদের জন্য আনন্দের। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উপযোগিতা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল বলেন, ১৯৭৪ সালে আর্ন্তজাতিক সমুদ্র আইন করার আগে বঙ্গবুন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তাই তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন ব্লুইকোননির দিকে। সেটির বাস্তবায়ন হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ হবে ২০২১ সালের মধ্যে। এখানে প্রতিবছর ছয় হাজার শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পাবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৯৬৯ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদনের জন্য একনেকে উঠবে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম ওয়াসা, সিডিএ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮